আত্মঘাতী

- অনিন্দিতা দেবনাথ

সময় টা বিকেল পাঁচটা বেজে দশ মিনিট। কলেজের যাবতীয় ফাঁকিবাজি সেরে ব্যারাকপুর এর ট্রেন ধরলাম। সেদিন এর গন্তব্য - গঙ্গা নদীর তীর ! শিয়ালদহ মেন-লাইনের, ডাউন ট্রেন। আন্দাজ করাই যায়, কেমন আটোসাটো অবস্থা। তাও যেতে হবে। ওইসব সিটে বসে ট্রেন চড়ার অভ্যেস আমার নেই। দরজায় ঝুলে ঝুলে, টিপিক্যাল কাকিমাদের সাথে ঝগড়া করতে করতে যেতে হবে। ইচ্ছে করলেই টান উঠছে বলে একটু এ্যা, উ্যা করে হেঁপোরুগির নাটক করলেই দুটো সিট দখল করা যায় ! তবে পরিচিত লাইন তো। এক রোগের নাটক বারবার শ্যুটিং করা দায়।

যাই হোক, স্টেশন থেকে বেরিয়ে, ধূবি ঘাটের অটো ধরে পৌঁছে গেলাম গঙ্গা পাড়ে। সেদিন আমি একাই গেছিলাম। মাঝে মাঝে একা বেরোতে হয়, নিজেকে গোপনে জানতে হয়, আরেক জোড়া হাত ছাড়া, নিজের হাতে গাড়ি ঘোড়া সামলে রাস্তা পেরোতে হয়, ট্রাফিক সিগন্যালের কোন বাতি টা কি বোঝায় সেগুলো রপ্ত করে নিতে হয়, রিকশা কাকার সাথে দরদাম করা শিখতে হয়, নিজের সখ-আহ্লাদ পূরণের জন্য নিজের পার্সেও যে টাকা আছে সেটা জানতে হয়, সর্বোপরি একা চলা, স্বাধীনভাবে চলা শিখতে হয়।

মেন রোড থেকে, গঙ্গা নদীর পাড়ে যেতে হলে, কিছুটা হাঁটতে হয়। শিমুল পলাশের ছায়াপথ ধরে, হেঁটেই গেলাম, গিয়ে বসলাম গঙ্গা ধারে। স্ত্রীলেদার্স থেকে কেনা, হলুদ ব্যাগ টা থেকে জলের বোতল টা বের করে, জল খেলাম। অনেক টা পথ হাঁটতে হলো কিনা!

তারপর চারদিকে তাকিয়ে যা দেখলাম, শৈশব টা এসে আমার বর্তমানের দরজায় কড়া নেড়ে গেল।

বিকেল ঘনিয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ছেলে মেয়েদের পিঠে একটা করে ব্যাগ ঝুলছে। বাইরে থেকে দেখে এবং নিজের অভিজ্ঞতায়, ব্যাগের ভেতর একটার চাইতে বেশি দুটো খাতা নেই, তা সহজেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। সবাই যে যার মতো, দিনের অন্তিম মুহূর্ত গুলোকে এক একটি 'শৈশব প্রেমের স্মৃতি'-র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছিল। এক্সট্রা টিউশন, স্যারের বাড়ি, কম্পিউটার শেখার ক্লাস, বন্ধুর জন্ম দিন ইত্যাদি নানাবিধ মিথ্যা বাহানা দেওয়ার স্পর্ধা, এই বয়সে চূড়ান্ত শিখরে থাকে। তখনও আমরা, নিজের লাভ-লোকসানের অংক কষতে শিখি না। মা-বাবার টাকা গুলোতে আমার অধিকার আছে বলে, আমি ও যে একদিন মা-বাবা হবো সেটা বোঝার মতো গভীরতা আমাদের আসে না। যার জন্য নিজের সমস্ত কিছু উজাড় করে দিচ্ছি, আমার রোজগারের পথে সেই মানুষ টাই কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা সময়ের পর আমার ভালো রোজগার নেই বলে অনায়াসে কেটে যেতে পারে সেটা ও আমরা বুঝিনা। সর্বোপরি নিজের পায়ে নিজেই কোড়াল মারার সর্বোত্তম বয়স টা এটাই।

সর্বোত্তম বয়স গুলোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, শৈশবের ভালোবাসার একটি বিকেলের অধ্যায়

কতটা অবাস্তব সুন্দর হয়, সেটা পেছন থেকে দেখলাম...অনেকক্ষণ। তারপর যে যার মতো বড়ি ফিরে গেল। আমিও আমার অস্থায়ী ঘরে ফিরলাম। বাবার পাঠানো টাকা গুলো কে গুনে গুনে রাখলাম, আগামী কাল কি কি করবো সেটার একটা তালিকা বানালাম। রান্না করলাম, খেলাম। তারপর আলো নিভিয়ে, বিভৎস আওয়াজে চলতে থাকা পাখা টাকে একটু স্লো করলাম, তারপর বালিশে মাথা রেখে শুয়ে....., অংক কষতে থাকলাম- আমার শৈশব কে উজাড় করে দেওয়া মিথ্যে প্রতিশ্রুতি গুলো এই ঠোঁটকাটা যৌবনে ফেরত দিতে হলে, সুদে আসলে মিলে ঠিক কতটা আত্মঘাতী হতে হবে।।

*****